NOTICE-20

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

নম্বর- কমন: ৩৭.০৬.০০০০.১০১.১৮.০২২.৯৩ /৫৬৫ তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রি:

বিজ্ঞপ্তি

বৈশ্বিক শান্তিসূচকে বাংলাদেশের অবস্থানগত উন্নতি হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে গৃহীত প্রস্তাবের সংযুক্ত গেজেটের কপি সকলের অবগতির জন্য এবং এতদসংশ্লিষ্ট তথ্য শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখার অনুরোধসহ নির্দেশক্রমে জারি করা হলো।

২৯/০৯/২০২০

(প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম)
সচিব
ফোন: ৯৫৫২৫৬১

নম্বর- কমন: ৩৭.০৬.০০০০.১০১.১৮.০২২.৯৩ /৫৬৫(৬৮) তারিখ: ২৯/০৯/২০২০ খ্রি:

সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হলো :

১-৪	সদস্য (পাঠ্যপুস্তক/অর্থ/ শিক্ষাক্রম/প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি
৫-১৩	উপসচিব (প্রশাসন/কমন)/প্রধান সম্পাদক/উৎপাদন নিয়ন্ত্রক/বিতরণ নিয়ন্ত্রক/প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/ উর্ধ্বতন ভাণ্ডার কর্মকর্তা/লাইব্রেরিয়ান/এস্টেট অফিসার, এনসিটিবি
১৪	ফোকাল পয়েন্ট, এসইএসআইপি, এনসিটিবি
১৫	প্রোগ্রামার, এনসিটিবি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)
১৬-২৬	উইং ও শাখাসমূহ: প্রশাসন/কমন/হিসাব/উৎপাদন/বিতরণ/শিক্ষা ও সম্পাদনা/ভাণ্ডার(কাগজ)/(বই)/শিক্ষাক্রম/প্রাথমিক শিক্ষাক্রম/জনসংযোগ কর্মকর্তা/লাইব্রেরি, এনসিটিবি
২৭	পি এ টু চেয়ারম্যান, এনসিটিবি
২৮	পি এ টু সচিব, এনসিটিবি
২৯	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নোটিশ বোর্ড
৩০	সংরক্ষণ নথি (প্রশাসন)

২৯/০৯/২০

(মোঃ সিরাজ উল্যাহ্)
সহকারী-সচিব (প্রশাসন)
ফোন: ৯৫৫২৮৪৯

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ২২, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৬ শ্রাবণ ১৪২৭/২১ জুলাই ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৯.১৪১—অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস (আইইপি) কর্তৃক ১৬৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের শান্তির স্ব স্ব মাত্রাঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১১ জুন ২০২০ তারিখে গ্লোবাল পিস ইনডেক্স বা বৈশ্বিক শান্তি সূচক (জিপিআই) ২০২০ প্রকাশ করা হয়। উক্ত সূচকে চার ধাপ উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। ২.১২১ জিপিআই স্কোর নিয়ে ১৬৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৭তম। ২০১৯ সালে এই সূচকে বাংলাদেশ ছিল ১০১তম অবস্থানে।

২। বৈশ্বিক শান্তি সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বৈশ্বিক শান্তি সূচক-২০২০'-এ বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৯ আষাঢ় ১৪২৭/১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

২৯ আষাঢ় ১৪২৭
ঢাকা: ----------
১৩ জুলাই ২০২০

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস (আইইপি) কর্তৃক ১৬৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের শান্তির স্ব স্ব মাত্রাঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১১ জুন ২০২০ তারিখে গ্লোবাল পিস ইনডেক্স বা বৈশ্বিক শান্তি সূচক (জিপিআই) ২০২০ প্রকাশ করা হয়। উক্ত সূচকে চার ধাপ উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। ২.১২১ জিপিআই স্কোর নিয়ে ১৬৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৭তম। ২০১৯ সালে এই সূচকে বাংলাদেশ ছিল ১০১তম অবস্থানে। উল্লেখ্য, জিপিআই র‍্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের ১৬৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও অঞ্চলকে তাদের শান্তির মাত্রা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়। নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, এর অর্থনৈতিক মূল্য, শান্তিময়তার গতিধারা ও শান্তিপূর্ণ সমাজগঠনে দেশগুলোর নেয়া পদক্ষেপের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম সমন্বিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এই সূচক তৈরি করা হয়ে থাকে।

উক্ত সূচক-তালিকায় ১৯তম স্থান লাভ করে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে ভুটান। এরপর রয়েছে ৭৩ ক্রমিকে নেপাল এবং ৭৭ ক্রমিকে শ্রীলঙ্কা। তালিকায় ৯৭তম অবস্থানে থেকে বাংলাদেশ রয়েছে চতুর্থ স্থানে। ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান রয়েছে যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে। তবে, ক্রমানুসারী অবস্থানে প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান রয়েছে একেবারে শেষের দিকে, যথাক্রমে ১৩৯তম এবং ১৫২তম স্থানে এবং আফগানিস্তান রয়েছে সর্বনিম্ন অর্থাৎ ১৬৩তম স্থানে।

উল্লেখ্য উক্ত সূচকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুই দেশ যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের অবস্থানও আশাব্যঞ্জক নয়। চীনের অবস্থান ১০৪, যুক্তরাষ্ট্রের ১২১। ১.০৭৮ স্কোর নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ হিসাবে এবারও শীর্ষে রয়ে গেছে আইসল্যান্ড। ২০০৮ থেকেই তারা এ অবস্থানে সুস্থিত রয়েছে। সূচকে তারপরেই প্রথম দশে যথাক্রমিক রয়েছে নিউজিল্যান্ড, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, কানাডা, সিঙ্গাপুর, চেকপ্রজাতন্ত্র, জাপান এবং সুইজারল্যান্ড।

উক্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শান্তিসূচকে গত বছর দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। সামগ্রিক স্কোরে বাংলাদেশ ২.৩ শতাংশ উন্নতি করেছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। সূচক নির্ধারণের যে তিনটি ডোমেইন রয়েছে সেগুলোর সবকটিতেই উন্নতি করেছে বাংলাদেশ — বিশেষ করে সুরক্ষা ও নিরাপত্তায়। এছাড়া, বিরোধী দলগুলোর সহিংস রাজনৈতিক তৎপরতা হ্রাস পেয়েছে, গার্মেন্টস-শিল্পের কর্মপরিবেশে উন্নতি ঘটেছে এবং দেশে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডও কমেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যা বর্ণিত সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, প্রাজ্ঞ দূরদর্শিতার ফলেই বৈশ্বিক শান্তি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হয়েছে। শেখ হাসিনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অব্যাহত রাখার জন্য ঐকান্তিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন নিরন্তর। জনগণের জীবনমান উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের গৃহীত কার্যক্রম দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়ে আসছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উন্নয়ন, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ বহু সম্মানজনক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই ধারাবাহিকতায় বৈশ্বিক শান্তি সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বৈশ্বিক শান্তি সূচক-২০২০'-এ বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হওয়ায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd